তারিখ : 14 SEP ২০০৫
পৃষ্ঠা - ৬ - কলাম - ৩

যায়যায়দিন

মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা ২৪ অক্টোবর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষায় কোনো শিক্ষার্থী এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে জিপিএ-৮ পেলেই ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ পাবে। তবে এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে এসএসসি ও এইচএসসিতে আলাদা করে ন্যূনতম জিপিএ-৩.৫ পেতে হবে। একই সঙ্গে বায়োলজিতে ন্যূনতম জিপিএ-৩ থাকা বাধ্যতামূলক। উপজাতীয় ও পার্বত্য জেলার ছাত্রছাত্রীদের এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে জিপিএ-৭ থাকলে তারা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রেও এসএসসি ও এইচএসসিতে আলাদাভাবে জিপিএ-৩ থাকতে হবে। সব ক্ষেত্রে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে ন্যূনতম জিপিএ-৩ থাকার বিধান বহাল রয়েছে। পরীক্ষার কেন্দ্র আগের মতো সব সরকারি মেডিক্যাল কলেজে বহাল থাকবে। সব মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা একইদিনে অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ২২ হাজার ৪৫ শিক্ষার্থী। ছাত্রছাত্রীরা এতো ভালো রেজাল্ট করেও আসন সংখ্যার সমস্যার কারণে ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবে না বলে সরকার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় রাখছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়নের পরিচালক অধ্যাপক ডা. খন্দকার মো. শিফায়েত উল্লাহ। তিনি গতকাল যায়যায়দিনকে বলেন, আমরা এ বছরই পাবনাতে ৫০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার চেষ্টা করবো। পাবনাতে প্রয়োজনীয় স্থাপনা ও হাসপাতাল আগে থেকেই আছে। আর আগামী তিন মাসের মধ্যে নোয়াখালী, যশোর, কক্সবাজার ও রাঙামাটিতে মেডিক্যাল কলেজের যাত্রা শুরুর প্রয়োজনীয় স্থাপনা দ্রুত শেষ করে এ বছরই এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে। কারণ ওসব জায়গায় ২৫০ বেডের হাসপাতাল রয়েছে। এ ক্ষেত্রে এ পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজে ওয়েটিং লিস্ট থেকে ছাত্রছাত্রী টানা হবে বলে তিনি জানান। তিনি আরো জানান, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতেও সরকারের তরফ থেকে আসন সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব দেয়া হবে। আর নতুন করে কেউ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে আগ্রহী হলে সুযোগ দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে যাদের পুরনো হাসপাতাল আছে, তাদেরই অগ্রাধিকার দেয়া হবে বলে তিনি জানান। শিফায়েত উল্লাহ জানান, আগের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভর্তি পরীক্ষায় প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য .২৫ নম্বর কাটা হবে। অর্থাৎ চারটি ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে। তবে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলো পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে। উল্লেখ্য, দেশে ১৫টি সরকারি, ৩৪টি বেসরকারি মেডিক্যাল ও ১০টি ডেন্টাল কলেজ রয়েছে। সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা ২ হাজার ১৬০। এর মধ্যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য ২ হাজার, মুক্তিযোদ্ধা কোটার জন্য ৪০টি ও উপজাতীয়দের জন্য ২০টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে। এছাড়া সার্কভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর জন্য ৫০টি ও অন্য দেশের জন্য ৫০ আসন সংরক্ষিত রয়েছে। বেসরকারি মেডিক্যালের সিট সংখ্যা ২ হাজার ৪৪০ ও ডেন্টাল কলেজে ১৪০টি।

মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা ২৪ অক্টোবর

২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত ফরম তোলা ও জমা দেয়া যাবে

যাযাদি রিপোর্ট

মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার ফরম আগামী সপ্তাহের শুরুতেই ছাড়া হবে। ২৪ অক্টোবর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আর নতুন সেশন শুরু হবে নভেম্বর থেকেই। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে। সূত্র জানায়, মেডিক্যাল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের খসড়া এরই মধ্যে হয়ে গেছে। দু'একদিনেই এটা চূড়ান্ত হয়ে যাবে। চূড়ান্ত হওয়ার পরই বিজ্ঞপ্তি আকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

খসড়া অনুযায়ী, ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার ফরম তোলা ও জমা দেয়া যাবে। মোট ২ হাজার ১৬০ আসনের বিপরীতে ২৪ অক্টোবর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার পর এক সপ্তাহের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হবে। আর সেশন শুরু নভেম্বর মাস থেকেই।

সূত্র জানায়, গতবারের মতোই মেডিক্যাল ভর্তি পৃ ১৫ ›› ক ৭